

বিজিএমইএ/এসডিপি/২০২৬/ ২৭৪

তারিখ: ১১-১০-২০২৬

সকল সম্মানিত সদস্যদের জন্য

বিষয়: টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট/ ইন্টার্নশিপ/অ্যাপ্রেন্টিসশিপের সুযোগ প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: ডিও নং - ৮৩, তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৬ (সংযুক্ত)

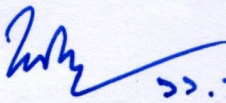
প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ড. মোঃ আব্দুস সবুর (সচিব) বিজিএমইএ'র সভাপতি জনাব মাহমুদ হাসান খান বরাবর একটি ডিও পত্র প্রেরণ করেছেন যা এতদসঙ্গে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।

বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সক্ষমতা ধরে রাখার জন্য শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ ও কর্মোপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ১১টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১৫টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং ৪৫টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণ করলেও বাস্তব শিল্প পরিবেশে Industrial Attachment/Internship/Apprenticeship-এর মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত।

এমতাবস্থায়, BGMEA-এর সকল সদস্য কারখানাকে নিজ নিজ সক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন নিকটস্থ/উপর্যুক্ত টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন এবং তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য Industrial Attachment, Internship ও Apprenticeship কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

 ১১.১০.২০২৬

মেজর জেনারেল ড. মোঃ সাহেদুল ইসলাম (অবঃ)
মহাসচিব



তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৬।

ডিও নং-৮৩।

প্রিয়,

সভাপতি, মহম্মদ হাসান (বাবু)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের অবদানের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। দেশের রপ্তানি আয় বাজারে এ খাতের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা এবং অধিকতর সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিল্পের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ ও আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলা অপরিহার্য।

এ-লক্ষ্যে, ইতোমধ্যে দেশে ১১টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১৫টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং ৪৫টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন পর্যায়ের টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবছর গড়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ৮০০ জন শিক্ষার্থী (স্নাতক), টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট থেকে ১০০০ জন শিক্ষার্থী (ডিপ্লোমা) এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে ২৫০০ জন শিক্ষার্থী টেক্সটাইল শিক্ষায় ডিগ্রী অর্জন করছে। তবে শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি শিল্পকারখানার বাস্তব কর্মপরিবেশে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা না গেলে দক্ষ জনবল গঠন ও তাদেরকে পুরোপুরি শিল্প-উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

বর্তমানে শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট/ইন্টার্নশিপ/অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কার্যক্রম বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ কিংবা অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে, এই পুরোতপূর্ণ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি সমন্বিত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

এ-প্রেক্ষাপটে, গত ০৪/০৮/২০২৬ (খ্রিঃ) তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং ০৬/০৯/২০২৬ (খ্রিঃ) তারিখে বস্ত্র অধিদপ্তরের সভাকক্ষে আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বস্ত্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে এ-পর্যন্ত কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব গড়ে উঠলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব কর্মপরিবেশে আধুনিক প্রযুক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থা, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। একই সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করতে সক্ষম হবে।

বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে আপনার নেতৃত্বাধীন বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের কার্যক্রম দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা ও কার্যকর উদ্যোগ একান্তভাবে কামনা করছি।

প্রাপক:

জনাব মহম্মদ হাসান খান (বাবু)

সভাপতি

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
(বিজিএমএইএ)।

একান্তবর্ত্ত ০১ অক্টোবর

০১.১০.২৬

ড. মোঃ আব্দুস সবুর (সচিব)

মহাপরিচালক

বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোন: ০২-৫৫০১৪২৫৬।

মোবাইল: ০১৭১১-২৮৪৪৯৩।